**কে. ভিরুপাকশা এবং আরেকজন**

**বনাম**

**কার্নাটকা রাজ্য**

(ফৌজদারি আপিল নং. ২০২০-এর ৩৭৭)

মার্চ ০৩,২০২০

**[আর. বানুমথি, এস. আব্দুল নাজির এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি]**

*সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ – ধারা ১৩, ১৪, ১৭, ৩২ – উত্তরদাতা নং ২ ব্যাংক থেকে ২.৬৮ কোটি টাকা পরিমাণ ক্রেডিট সুবিধা অনুমোদিত ছিলেন – ৩ একর ২ গুণটা পরিমাণ সম্পত্তি সিকিউরিটি হিসেবে দেওয়া হয়েছিল এবং একটি চার্জ তৈরি করা হয়েছিল (সিকিউরড অ্যাসেট) – ব্যাংকের মতে, উত্তরদাতা নং ২ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন এবং তার অ্যাকাউন্টটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছিল – অবশেষে, ব্যাংক সিকিউরড অ্যাসেটটির দখল নেয় – একটি নিলাম নোটিশ জারি করা হয়েছিল – উত্তরদাতা নং ২ এটি চ্যালেঞ্জ করেন – হাইকোর্ট এটি প্রত্যাখ্যান করে – উত্তরদাতা নং ২ ধারা ১৭(১) এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেন – দেরির কারণে এটি ডেবট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (ডিআরটি) দ্বারা খারিজ হয় – অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল (ডিআরএট) আপিলটি খারিজ করে – উত্তরদাতা নং ২ ধারা ২০০, সিআরপিসি অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করেন, যার মধ্যে আপিলকারীরা যারা ব্যাংকে ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত (অভিযুক্ত নং ১) অভিযোগ করেন নিলাম ক্রেতার সাথে যোগসাজশের মাধ্যমে তাকে অবৈধভাবে ক্ষতি করা হয়েছে – একটি এফআইআর রেজিস্টার করা হয় – আবেদনকারীরা ধারা ৪৮২, সিআরপিসি এর অধীনে একটি পিটিশন দায়ের করেন – খারিজ হয় – রায়: সারফেসি আইন একটি পূর্ণাঙ্গ কোড যা সিকিউরড ক্রেডিটরের অনুসরণ করার প্রক্রিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের জন্য প্রতিকার প্রদান করে, যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত – এমন ক্ষেত্রে, যদি অ্যাকাউন্ট এনপিএ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে বা সম্পত্তির মূল্যায়ন/নিলামের ক্ষেত্রে কোনো অমিল থাকে, তবে ডিআরটি সিকিউরড ক্রেডিটর ধারা ১৩ প্রয়োগ করার পর নিলাম বাতিল করার ক্ষমতা রাখে – যদিও এই ক্ষেত্রে, অভিযোগকারী ডিআরটি-এ আবেদন এবং ডিআরএট-এ আপিল খারিজ হয়েছে,*

*প্রতিকারটি সতর্কতার সাথে অনুসরণ করা উচিত ছিল – ডিআরটি এবং ডিআরএট-এর আদেশ চ্যালেঞ্জ করার জন্য হাইকোর্টে যাওয়ার আরও প্রতিকার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাওয়া যায় – এর পরিবর্তে, ডিআরটি-এ আবেদন খারিজ হওয়ার পর, অভিযুক্ত অভিযোগটি একটি ভয় দেখানোর কৌশল এবং এক ধরনের পরবর্তী চিন্তা হিসেবে দায়ের করা হয়েছে, যা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার – এই ধরনের বিষয়ের জন্য অপরাধমূলক মামলা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয় – অভিযোগ, তাতে দেওয়া আদেশ এবং এফআইআর যা আপিলকারীদের সাথে সম্পর্কিত তা বাতিল করা হয়েছে – অভিযোগকারী ডিআরটি এবং ডিআরএট-এর আদেশ চ্যালেঞ্জ করলে তার প্রতিকার গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে।*

আপিলের অনুমতি দিয়ে, আদালত

বলেছেঃ ১.১. অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্টটি এনপিএ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হওয়া একটি স্বীকৃত অবস্থাও। সেই প্রেক্ষাপটে, যখন সিকিউরড ক্রেডিটরের নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের অধিকার অর্জিত হয়, তখন সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ (সারফেসি আইন) এর ধারা ১৩ এবং ১৪ অনুযায়ী প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। আরও, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (প্রয়োগ) নিয়ম, ২০০২ নিরাপত্তা সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং বিক্রির বিষয়ে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে তা প্রদান করে। যদি অভিযোগকারী, একজন ঋণগ্রহীতা হিসেবে, সারফেসি আইন এর ধারা ১৩ অনুযায়ী সিকিউরড ক্রেডিটরের দ্বারা গৃহীত কোনো পদক্ষেপ নিয়ে কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করেন, তবে সারফেসি আইন এর ধারা ১৭ অনুসারে প্রদত্ত প্রতিকার গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেই আলোকে হাইকোর্ট রিট প্রক্রিয়ায় এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল। তখন অভিযোগকারী আইন অনুসারে প্রতিকার গ্রহণ করেছিলেন এবং ধারা ১৭ এর অধীনে আবেদন দায়ের করেছিলেন। দেরিতে দায়ের করার কারণে, সীমাবদ্ধতা আইন এর ধারা ৫ অনুযায়ী দেরির শমন প্রার্থনা করা হয়েছিল। এটি দেরির কারণে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে ডিআরএট-এ আপিল দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি ঝুলে ছিল, যদিও এখন এটি খারিজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে, যখন এটি এখনো ঝুলে ছিল, তখন পি.সি. নং ৩৮৯/২০১৬ তে প্রতিবাদী অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ২০.০৫.২০১৬ তারিখের আদেশে এটি সিআরপিসি এর ধারা ১৫৬(৩) অনুযায়ী তদন্তের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। ঋণের অনুমোদন, বন্ধক সৃষ্টির প্রক্রিয়া এবং অনুমোদিত ঋণটি কীভাবে মুক্তি দেওয়া হবে, সবই পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিগত বিষয়।অভিযোগকারী একজন শিল্পপতি, যিনি তার কোম্পানির নামে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন, এবং ওই ঋণ অ্যাকাউন্টটি ক্যানারা ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

ঋণটি স্বীকারযোগ্যভাবে '১৬.০৩.২০০৯'-এ মঞ্জুর করা হয়েছিল। সেই পর্যায়ে যখন পরিমাণটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এবং যদি কোনও পরিমাণ আটকে রাখা হয়, তখন অভিযোগকারীকে সেই সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং তার প্রতিকার নিতে হবে। অন্যদিকে, অভিযোগকারী লেনদেন চালিয়ে গিয়েছিলেন, ঋণ অ্যাকাউন্টটি বজায় রেখেছিলেন যতক্ষণ না অ্যাকাউন্টটি '১৫.০১.২০১৩'-এ এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। প্রাথমিকভাবে উত্থাপিত ইস্যুটি কেবল সম্পত্তির কম মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ছিল যখন এটি বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছিল। সেই দিকটি বিবেচনা করে, রিট কার্যধারা দায়ের করা হয়েছিল এবং একক বিচারক পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, যদিও যোগ্যতা খুঁজে পাননি যে এটি ডিআর্টির সামনে উত্থাপন করার স্বাধীনতা সংরক্ষিত ছিল, যে বিকল্পটিও ব্যবহার করা হয়। এর পরেই ২০.০৫.২০১৬-এ বিতর্কিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। [অনুচ্ছেদ ১৩,১৫] [১০৩১ বি-এফ; ১০৩২ ই-এফ]

১.২. সারফেসি আইন একটি পূর্ণাঙ্গ কোড যা সিকিউরড ক্রেডিটরের অনুসরণযোগ্য প্রক্রিয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগুলির জন্য, যার মধ্যে ঋণগ্রহীতা অন্তর্ভুক্ত, প্রতিকার প্রদান করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, যেমন ইতিমধ্যে হাইকোর্ট রিট প্রক্রিয়ায় লক্ষ্য করেছে, যদি এনপিএ হিসেবে অ্যাকাউন্ট শ্রেণিবদ্ধ করার পদ্ধতিতে অথবা সম্পত্তি মূল্যায়ন বা নিলাম করার পদ্ধতিতে কোনো অমিল থাকে, তবে ডিআরটি সিকিউরড ক্রেডিটর যে ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন তার পরেই সেই নিলাম বাতিল করার ক্ষমতা পায়। সারফেসি আইনের অধীনে ব্যাংকগুলোর গৃহীত পদক্ষেপটি সব পরিস্থিতিতেই প্রশ্নহীন বা অক্ষুন্নভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, তবে ব্যাংক যেভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে কোনো অমিল থাকলে, তা যে ফোরামে প্রয়োজন সে ফোরামে চ্যালেঞ্জ করা যায়। যদিও এই মামলায় অভিযোগকারী ডিআরটির কাছে দায়ের করা আবেদন খারিজ হয়েছে এবং ডিআরএটি-এ দায়ের করা আপিল নং ৫২৩/২০১৫ খারিজ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, আবেদনকারীদের উচিত ছিল প্রতিকারটি সঠিকভাবে গ্রহণ করা। সেই দিক থেকে, ডিআরটি এবং ডিআরএটি-এর আদেশ চ্যালেঞ্জ করতে হাইকোর্টে যাওয়ার আরও একটি প্রতিকারও প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উপলব্ধ। তবে, আবেদনের খারিজের পর অভিযোগকারী অভিযোগ দায়ের করেছেন, যা একটি ভয়

দেখানোর কৌশল এবং এক ধরনের পেছনে চিন্তা, যা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার। এই ধরনের বিষয়গুলির ক্ষেত্রে, যদি উত্থাপিত অসন্তোষ লক্ষ্য করা হয় এবং যদি এটি এই সময়ে দায়ের করা অভিযোগের মাধ্যমে উত্তোলন করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং তদন্ত চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়, তবে এটি বিচারিক পুলিশকে প্রক্রিয়া পুনরায় করতে অনুমতি দেওয়ার সমতুল্য হবে, যা হাইকোর্টে রিট প্রক্রিয়ায় একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত আদেশ এবং সারফেসি আইনের অধীনে যোগ্য আদালতের গৃহীত আদেশ পুনর্বিবেচনার মতো হবে। এটি কোনোভাবেই চাহিদাযোগ্য বা অনুমোদিত নয়, এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা এই ধরনের ভয় দেখানোর মাধ্যমে জিম্মি হতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ৩,১৬,১৭] [১০৩২ এফ-জি; ১০৩৪ এ-ই]

অনুমোদিত কর্মকর্তা, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক এবং আরেকজন বনাম অশোক স মিল **(২০০৯) ৮ এস. সি. সি ৩৬৬: [২০০৯] ১১ এস. সি. আর ৫৯৯-এর উপর নির্ভরশীল।**

১.৩. আদেশ

(i) পিসি নং ৩৮৯/২০১৬ নাম্বারের অভিযোগ এবং ২০.০৫.১৬ তারিখে সেই অভিযোগে গৃহীত আদেশ, তদুপরি এফআইআর নং ০১৫২/২০১৬, যতটুকু এটি এখানে অভিযুক্তদের সাথে সম্পর্কিত, তা বাতিল করা হলো।

(ii) যতটুকু অভিযোগকারীর অসন্তোষের বিষয়, তিনি যদি আই.আর. নং ৩০৪৪/২০১৪-এ ১২.০৬.২০১৫ তারিখে গৃহীত আদেশ এবং আপিল নং ৫২৩/২০১৫-এ ৩১.০৫.২০১৭ তারিখে ডিআরটি ও ডিআরএটি দ্বারা গৃহীত আদেশ চ্যালেঞ্জ করতে চান, তবে তিনি আইনের অধীনে তার প্রতিকার গ্রহণ করার স্বাধীনতা রাখেন। [অনুচ্ছেদ ১৯] [১০৩৫ বি-সি]

*হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল***(১৯৯২) সম্পুরক (১) এস. সি. সি. ৩৩৫: [১৯৯০] ৩ সাপ্লিট. এস. সি. আর. ২৫৯**; *ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম সত্যবতী টন্ডন ও অন্যান্য***(২০০৯) ১ এস. সি. সি. ১৬৮: [২০০৮] এস. সি. আর. ২৮**; *জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন* **(২০১২) ৬ এসসিসি ২২৮ঃ [২০১২] ৫ এসসিআর ৫৯৯-উল্লেখ করা হয়েছে।**

মামলা আইন রেফারেন্স

| | | |
|---|---|---|
| **[১৯৯০] ৩ সম্পূরক. এস. সি. আর ২৫৯** | **উল্লেখ করা হয়েছে** | **অনুচ্ছেদ ৯** |
| **[২০০৮] ১৬ এস. সি. আর ২৮** | **উল্লেখ করা হয়েছে** | **অনুচ্ছেদ ১২** |
| **[২০০৯] ১১ এস. সি. আর ৫৯৯** | **এর উপর নির্ভর** | **অনুচ্ছেদ ১৬** |
| **[২০১২] ৫ এস. সি. আর ৫৯৯** | **উল্লেখ করা হয়েছে** | **অনুচ্ছেদ ১৮** |

ফৌজদারি আপিলেট এখতিয়ারঃ ২০২০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৩৭৭।

কর্ণাটক হাইকোর্টের ২১.০১.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ধারওয়াড় বেঞ্চ ২০১৮ সালের ১০০৩২৩ নং সিআরএল পিটিশন সহ ৪৮২ ধারার অধীনে পিটিশনে।

ব্রিজেশ কুমার টাম্বার, সুশ্রী মণি সোলাঙ্কি, আপিলকারীদের পক্ষে আইনজীবীরা।

সুশ্রী কিরণ সুরি, প্রবীণ আইনজীবী, চন্দ্রশেখর এ. চাকলবি, শিব পান্ডে, অবনীশ, অংশুল রাই, অমিত এস.জে, শ্রীমতী ঐশ্বর্য কুমার (সরবশ্রি ধর্মপ্রভাস ল অ্যাসোসিয়েটস-এর জন্য), শুভাংশু পাধি, আশিস যাদব, রক্ষিত জৈন, বিশাল বনশাল, জোসেফ অ্যারিস্টটল প্রবীণ আইনজীবী, উত্তরদাতাদের পক্ষে।

আদালতের রায়টি **এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি** দ্বারা প্রদান করা হয়েছিল।

১. অনুমতি মঞ্জুর।

২. এখানে আপিলকারীরা ছিলেন ক্রিমিনাল পিটিশন নং ১০০৩২৩/২০১৮-এর আবেদনকারী, যা কর্নাটক হাইকোর্ট, ধরওয়াদ বেঞ্চ ২১.০১.২০১৯ তারিখের আদেশ দ্বারা খারিজ করেছে। হাইকোর্ট এই আদেশটি পাস করেছে আপিলকারীদের পিটিশন বিবেচনা করার পর, যা তারা সিআর.পি.সি. এর ৪৮২ ধারা অনুযায়ী দায়ের করেছিল, যাতে ২০.০৫.২০১৬ তারিখে প্রিন্সিপাল সিভিল জাজ ও জেএমএফসি দ্বারা পিসি নং ৩৮৯/২০১৬ তে অভিযোগের তদন্তের জন্য এবং হাব্বাল্লি সাব-আর্বান পুলিশ স্টেশনে ক্রাইম নং ১৫২/২০১৬-এ এফআইআর রেজিস্টার করার আদেশটি বাতিল করার আবেদন করেছিল, যেটি আইপিসি এর ৫১১, ১০৯, ৩৪, ১২০-বি, ৪০৬, ৪০৯, ৪২০, ৪০৫, ৪১৭ এবং ৪২৬ ধারা অনুযায়ী অভিযোগিত অপরাধের জন্য। উক্ত কার্যধারাই, আপিলকারীরা অভিযুক্ত নং ৯ এবং ১১ হিসেবে নামিত। সংশ্লিষ্ট সময়ে, আপিলকারীরা কানারা ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে হাব্বাল্লি, কর্নাটক সার্কেল অফিসে কর্মরত ছিলেন।

৩. বর্তমান পরিস্থিতির পেছনের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো যে, এখানে প্রতিউত্তর নং ২ (এবং পরবর্তীতে 'অভিযোগকারী' হিসাবে উল্লেখিত) কানারা ব্যাংক, হাব্বাল্লিতে গিয়েছিলেন, যার পরিণামে ১৬.০৩.২০০৯ তারিখে ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করা হয়। মোট মঞ্জুরকৃত ক্রেডিট সুবিধা ছিল ২.৬৮ কোটি টাকা। ৩ একর ২ গুন্টা পরিমাণ ভূমি, যা সার্ভে নং ২১৩/২০০২, অনছাটাগেরি গ্রামে, হাব্বাল্লিতে অবস্থিত, এটি ঋণের জন্য সিকিউরিটি হিসেবে প্রদান করা হয় এবং একটি চার্জ তৈরি করা হয়। উক্ত সম্পত্তিটি পরবর্তীতে 'সিকিউরড এসেট' হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

**কে. ভিরুপাকশা এবং আরেকজন  বনাম কার্নাটকা রাজ্য  ১০২৫**

**[এ. এস. বোপান্না, বিচারপতি ]**

কানারা ব্যাংকের দাবি অনুযায়ী, অভিযোগকারী ঋণ পরিশোধ করেননি এবং ঋণে ত্রুটি ঘটানোর কারণে, ১৫.০১.২০১৩ তারিখে অভিযোগকারীর অ্যাকাউন্ট 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' ('এনপিএ') হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। কানারা ব্যাংক, সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠন আর্থিক সম্পদ এবং সিকিউরিটি স্বার্থ আইন, ২০০২ ('সরফায়েসি আইন') এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপযুক্ত নোটিশ ইস্যু করেছিল এবং অবশেষে, সিকিউরড অ্যাসেটের অধিকার, যা আইন অনুসারে ধারা ১৪ অনুযায়ী ছিল, ২২.০৩.২০১৩ তারিখে নেওয়া হয়। সিকিউরড অ্যাসেটটি পরে মূল্যায়ন করা হয় এবং ১৩.১০.২০১৩ তারিখের একটি জনস্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিলামে আনা হয়, যেখানে নিলামের তারিখ হিসেবে ১৫.১১.২০১৩ উল্লেখ করা হয়। সিকিউরড অ্যাসেটটির রিজার্ভ মূল্য ২,২৮,৫১,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়। যদিও প্রকাশনা করা হয়েছিল, ১৫.১১.২০১৩ তারিখে প্রস্তাবিত নিলামে কোনো বিড পাওয়া যায়নি এবং যেহেতু এটি কর্ণাটক রাজ্যে একটি পাবলিক হলিডে ঘোষণা করা হয়েছিল, নিলামটি ০৪.১২.২০১৩ তারিখে স্থগিত করা হয়। ঐ তারিখেও কোনো বিড পাওয়া যায়নি।

৪. তদনুসারে, কানারা ব্যাংক মূল্যায়ন পুনর্বিবেচনা করে রিজার্ভ মূল্য ১.১০ কোটি টাকা নির্ধারণ করে, কারণ পূর্বের উচ্চ রিজার্ভ মূল্য কোনও ক্রেতা আকর্ষণ করেনি, এবং ৩০.১২.২০১৩ তারিখে একটি নতুন নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করে। অভিযোগকারী, যিনি এই পদক্ষেপে ক্ষতিগ্রস্ত দাবি করেছেন, নিলাম বিজ্ঞপ্তিটি চ্যালেঞ্জ করেন একটি রিট পিটিশনে, যা তিনি কর্ণাটক হাই কোর্টের ধরওয়াদ বেঞ্চে রিট পিটিশন নং ১০০৩৮২/২০১৪ হিসাবে দায়ের করেছিলেন। শিক্ষিত একক বিচারক, বিষয়টি বিবেচনা করার পর এবং অভিযোগকারীর উত্থাপিত যুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা করার পাশাপাশি, সরফায়েসি আইনের অধীনে অভিযোগকারীর জন্য উপলব্ধ বিকল্প প্রতিকারও বিবেচনা করেন এবং ২২.০১.২০১৪ তারিখে রিট পিটিশনটি ১০,০০০/- টাকার খরচসহ খারিজ করেন। অভিযোগকারী ঐ আদেশ চ্যালেঞ্জ করেন একটি রিট আপিল দায়ের করে, যা তিনি বিভাগের বেঞ্চে ডাব্লিউএ নং ১০০৩৪৯/২০১৪ হিসাবে দায়ের করেছিলেন। বিভাগের বেঞ্চ, ১৯.০৮.২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে রিট আপিলটি খারিজ করেন। এরপর অভিযোগকারী সরফায়েসি আইনের ধারা ১৭(১) এর অধীনে প্রতিকার গ্রহণ করেন আইআর নং ৩০৪৪/২০১৪ (এসএ) এর মাধ্যমে আবেদন দায়ের করে এবং এটি সাথে সাথে লিমিটেশন অ্যাক্টের ধারা ৫ এর অধীনে আইএ নং ৪৪৮২/২০১৪ সহ দায়ের করেন। দেরির জন্য শর্ত মাফি প্রার্থনা করা আবেদন এবং মূল আবেদনটি ডেবটস রিকোভারি ট্রিবুনাল (ডিআরটি) ১২.০৬.২০১৫ তারিখে খারিজ করে। অভিযোগকারী দাবি করেন যে তিনি ডেবটস রিকোভারি অ্যাপিলেট ট্রিবুনাল, চেন্নাই (ডিআরএটি) এ একটি আপিল দায়ের করেছিলেন, যা খারিজ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. এই পটভূমিতে, অভিযোগকারী ক্রিমিনাল প্রোসি. কোডের ধারা ২০০ এর অধীনে হাব্বালির প্রিন্সিপাল সিভিল জাজ (জুনিয়র ডিভিশন) ও জেএমএফসি আদালতে পি.সি. নং ৩৮৯/২০১৬-এ অভিযোগ দায়ের করেন, যেখানে অভিযোগ করা হয় যে কানারা ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিলাম ক্রেতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অভিযোগকারীকে বেআইনি ক্ষতি সাধন করেছেন। ওই অভিযোগে, কানারা ব্যাংক ছাড়াও, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, আবেদনকারীরা, মূল্যায়করা এবং নিলাম ক্রেতা অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিযোগটি রেকর্ডে নেওয়া হলে, শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট সেটি তদন্তের জন্য ক্রিমিনাল প্রোসি. কোডের ধারা ১৫৬(৩)-এর অধীনে পাঠিয়েছেন এবং একটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ওই নির্দেশের ভিত্তিতে, এফআইআর নং ০১৫২/২০১৬ রেজিস্টার করা হয়েছে। সুতরাং, আবেদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত দাবি করে ক্রিমিনাল পিটিশন দায়ের করেন ক্রিমিনাল প্রোসি. কোডের ধারা ৪৮২-এ, যা ২১.০১.২০১৯ তারিখে হাই কোর্টের আদেশে খারিজ করা হয় এবং এই আদেশটি এখানে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে।

৬. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী শ্রী ব্রিজেশ কুমার টাম্বারের কথা শুনেছেন, অভিযোগকারীর পক্ষে বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী শ্রীমতী কিরণ সুরি, কর্ণাটক রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী শ্রী শুভাংশু পাধি এবং আপিলের কাগজপত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৭. আবেদনকারীদের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী যুক্তি তুলে ধরবেন যে, আবেদনকারীরা অভিযোগকারী এবং ক্যানারা ব্যাংকের মধ্যকার লেনদেনে কোনও ভূমিকা না রাখার পাশাপাশি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করার কারণে এবং সার্কেল অফিসে কাজ করার কারণে, অন্যথায় বর্তমান প্রকৃতির একটি ফৌজদারি মামলা মোকাবেলা করার জন্য দায়ী বলে ধরা যাবে না। বলা হয়েছে যে ঋণ লেনদেন এবং ঋণ পরিশোধ না করা হওয়ায় অ্যাকাউন্টটিকে এনপিএ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। সেই পরিস্থিতিতে, সম্পত্তি বিক্রয়ের পর্যায় পর্যন্ত নেওয়া সমস্ত পদক্ষেপ সরফায়েসি আইনের বিধান অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, যা কেবল পদ্ধতিই নয়, সংশ্লিষ্ট পক্ষের অভিযোগ নিরসনের জন্যও ব্যবস্থা করে। সেই পরিস্থিতিতে, অভিযোগকারী দ্বারা তৈরি করা অভিযোগগুলি বিবেচনা করা হলেও, তা ফৌজদারি অভিযোগ বজায় রাখার ভিত্তি হতে পারে না এবং এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট মন ব্যবহার না করেই ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬(৩) এর অধীনে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন যার ফলে এফআইআর দায়ের হয়েছে। এটা বলা হয়েছে যে ক্যানারা ব্যাংক কর্তৃক নেওয়া পদক্ষেপের বিষয়ে, অভিযোগকারী আসলে রিট পিটিশন, রিট আপিল এবং পরবর্তীতে ডিআরটি এবং ডিআরএটির কাছে মামলা দায়ের করার প্রতিকার গ্রহণ করেছে এবং ব্যর্থ হওয়ার পরে ফৌজদারি আইনকে গতিশীল করেছে যা সুপ্রীত নয় এবং আইনগতভাবে টেকসই নয়।

কর্ণাটক হাইকোর্টের বিদ্বান বিচারক বিষয়টি তার সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রশংসা করেননি। পরিবর্তে, বিদ্বান বিচারক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে তদন্তটি আপিলকারীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না, যা ন্যায়সঙ্গত নয়। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যখন কোনও খেলাপি ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, যদি তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের অনুমতি দেওয়া হয়, তবে সরকারী কাজগুলি সম্পাদন করা সম্ভব হবে না এবং তাত্ক্ষণিক মামলাটি এমন একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন ছিল তবে হাইকোর্ট বিষয়টির এই দিকটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে বিদ্বান বিচারক আবেদনকারীদের দায়ের করা আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে কেবল এই কারণে ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না যে অন্যান্য কিছু অভিযুক্তদের দ্বারা দায়ের করা ফৌজদারি পিটিশন নং.১০১২৫৮/২০১৬ এবং ফৌজদারি পিটিশন নং ১০১১৬২/২০১৬-এ দায়ের করা অন্যান্য আবেদনগুলি খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল এবং সি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

৮. অন্যদিকে, অভিযোগকারীর পক্ষে শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী একই ধরনের ফৌজদারি আবেদনের উপর নির্ভর করবেন যা হাইকোর্ট কর্তৃক অভিযুক্ত নং ১ এবং ১২-এর ক্ষেত্রে খারিজ করা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে যদিও ২.৬৮ কোটি টাকার ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল, তবে কেবলমাত্র ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট পরিমাণ পরিশোদন হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছিল। এটাও বলা হয়েছে যে নিরাপদ সম্পত্তি যার মূল্য ৪ কোটি টাকার বেশি ছিল তা অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং অবশেষে ১.১০ কোটি টাকায় বিক্রি করা হয়েছিল, অভিযুক্ত নং ১৫ হিসাবে নির্ধারিত নিলাম ক্রেতার সাথে গোপন সমঝোতার মাধ্যমে। এটাও বলা হয়েছে যে বন্ধক সম্পত্তির অবমূল্যায়নই একমাত্র বিষয় নয়, বরং পুরো ঋণ ছাড় না করা এবং অভিযোগকারী দ্বারা এককালীন নিষ্পত্তির ('ওটিএস ' সংক্ষেপে) জন্য করা তিনটি প্রস্তাব বিবেচনা না করা বিষয়গুলিও তদন্তের বিষয়। বলা হয়েছে যে এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশকৃত তদন্ত যুক্তিসঙ্গত ছিল এবং হাইকোর্ট এই পর্যায়ে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে যথাযথভাবে বিরত ছিল। অতএব, বলা হয়েছে যে আবেদনকারীরা বর্তমান আপীলে তুলে ধরা দাবি বিবেচনার যোগ্য নয় এবং আপীল খারিজ করা উচিত। কর্ণাটক রাজ্যের পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী যুক্তি তুলবেন যে শিক্ষিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জারি করা নির্দেশ অনুসারে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে এবং অতএব, তা তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত।

৯. পক্ষদ্বয়ের পক্ষ থেকে তোলা বিরোধী দাবিগুলি বিবেচনা করার পূর্বে, অভিযোগকারীর পক্ষে শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কর্তৃক বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত **হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজনলাল** (১৯৯২) সম্পুরক (১) এসসি সি ৩৩৫ মামলার

এই আদালতের সিদ্ধান্তটি আমরা দৃষ্টিভঙ্গিতে রেখেছি, যা ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার অসাধারণ ক্ষমতা/আন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময় যে পরামিতিগুলি বিবেচনায় রাখা উচিত তা নির্ধারণ করে। পরামিতিগুলি বর্ণনা করার পরে, এই আদালত সতর্ক করেছে যে ফৌজদারি কার্যক্রম বাতিল করার ক্ষমতা খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সাথে ব্যবহার করা উচিত এবং তাও খুব কম ক্ষেত্রেই। সেই পটভূমিতে, লেনদেনের প্রকৃতি এবং একই বিষয়বস্তুতে পূর্ববর্তী কার্যক্রমগুলি যেভাবে গৃহীত হয়েছিল তা বিবেচনা করে, বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১০. যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, অসম্মতিত রহিত বিষয় হল অভিযোগকারী ক্যানারা ব্যাংকের কাছে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন, যেখানে আবেদনকারীরা সার্কেল অফিসে কর্মকর্তা ছিলেন। অভিযোগকারী ১৬.০৩.২০০৯ তারিখে ২.৬৮ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও অভিযোগকারী দাবি করেন যে পুরো ২.৬৮ কোটি টাকার পরিমাণ ছাড় করা হয়নি, বরং কেবলমাত্র ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট পরিমাণ পরিশোদন হিসাবে সমন্বয় করা হয়েছিল, প্রশ্ন হবে যে ওটিএস বিবেচনা না করা এবং সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং যেভাবে বিক্রি করা হয়েছিল সেই বিষয়গুলি পুলিশের দ্বারা তদন্ত করা যেতে পারে কিনা, কেবলমাত্র অভিযোগ করা হয় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির নির্দিষ্ট ধারাগুলি আহ্বান করা হয় যখন ক্রিয়াটি সরফায়েসি আইনের অধীনে গৃহীত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়। ঘটনাবলী বিবেচনা করে দেখা যায় যে সুরক্ষিত সম্পত্তিটি যদিও ৩১.০১.২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত নিলামে বিক্রি হয়েছিল এবং ফৌজদারি অভিযোগে এই পর্যায়ে তোলা অভিযোগগুলি সেই সময়ে উপলব্ধ ছিল, তা নয় যে অভিযোগটি তাৎক্ষণিকভাবে দায়ের করা হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৩.১০.২০১৩ তারিখে নিলাম নোটিস জারি হলে, অভিযোগকারী কোনও আদালতের কাছে কোনও অভিযোগ করেননি। তবে, ক্রেতা না থাকায় বিক্রয় হয়নি এবং ৩০.১২.২০১৩ তারিখে ১.১০ কোটি টাকা রিজার্ভ প্রাইস নির্দেশ করে নতুন নিলাম নোটিস জারি করা হয়েছিল।

১১. সেই পর্যায়ে অভিযোগকারী কর্ণাটক হাইকোর্ট, ধারওয়াদ বেঞ্চের কাছে ডব্লিউপি নং ১০০৩৮২/২০১৪-এ ভারতীয় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২২৬ এবং ২২৭-এর অধীনে দায়ের করা রিট পিটিশনে আবেদন করেছিলেন। ৩০.১২.২০১৩ তারিখের নিলাম নোটিসটি তাতে বিতর্কিত ছিল। অভিযোগকারী যা এখন ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ২০০-এর অধীনে দায়ের করা অভিযোগে তোলা হয়েছে এবং যেখানে আবেদনকারীদের সহ অন্যদের নিরাপদ

সম্পত্তির অবমূল্যায়নের বিষয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে, তা হল ঐ রিট পিটিশনে তোলা একই দাবি। উক্ত রিট পিটিশনে শিক্ষিত একক বিচারপতি নিরাপদ সম্পত্তির জন্য রিজার্ভ প্রাইস প্রথমে ২২৮.৫১ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল, পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত পরবর্তী নিলামে একই রকম নির্ধারণ করা হয়েছিল ১.১০ কোটি টাকা এবং পরে নিম্নরূপ উপসংহার করেছেনঃ

"অবিসংবাদিতভাবে, আবেদনকারী ঋণগ্রহীতা এবং একটি আদেশের সম্মুখীন হয়েছেন এখতিয়ারভুক্ত ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গৃহীত। ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল, ব্যাঙ্গালোর উক্ত পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য উত্তরদাতা-ব্যাঙ্কের পক্ষে পুনরুদ্ধারের শংসাপত্র জারি করেছে। আবেদনকারী দ্বারা উত্তরদাতা-ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া সম্পত্তি নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনা হয়েছে। বিক্রয় পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সার্ফেসি আইনের বিধানগুলি মেনে না চলার ক্ষেত্রে বা এই বিষয়ে কোনও লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর কাছে সার্ফেসি আইনের অধীনে একটি বিকল্প প্রতিকার উপলব্ধ রয়েছে। অতএব, বৈধ বকেয়া আদায়ের জন্য প্রত্যর্থী-ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত নিলামের পর্যায়ে, এই আদালত স্বাভাবিক নিয়মে উক্ত নিলামে হস্তক্ষেপ করবে না। "

"বর্তমান ক্ষেত্রে, পূর্বে নির্ধারিত ২২৮.৫১ লক্ষ টাকার রিজার্ভ প্রাইস গ্রাহক আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এর ফলে, প্রত্যর্থী-ব্যাংক রিজার্ভ প্রাইস ১১০ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করেছে যা হবে সেই মূল্য যার সাথে পাবলিক নিলাম শুরু হবে এবং নিলামের বিডারদের ফ্লোর ভ্যালু বা রিজার্ভ প্রাইসের নিচে বিড দিতে অনুমতি নেই। যদি আবেদনকারী কোন গ্রাহক বা বিডারকে নিরাপদ করতে সক্ষম হয় যিনি আবেদনকারী নিজেই প্রস্তাবিত মূল্যের জন্য তার বিড অফার করতে পারেন, তবে এটি বলা বাহুল্য যে সুরক্ষিত ঋণদাতা অবশ্যই উক্ত বিড গ্রহণ করবে কারণ পূর্ববর্তী প্রচেষ্টা সম্পত্তি নিলাম করার জন্য ব্যর্থ হয়েছে।"

"বর্তমান ক্ষেত্রে, ইতিমধ্যে উপরোক্তভাবে লক্ষ্য করা হয়েছে, আবেদনকারী একজন ঋণগ্রহীতা এবং ব্যাংকের কাছে প্রাপ্য অর্থ পরিশোদনে তিনি ডিফল্ট করেছেন। অন্য কথায়, আবেদনকারী কর্তৃক ব্যাংকের কাছে প্রাপ্য জনসাধারণের অর্থ পরিশোধ করা হয়নি। আবেদনকারীর ঋণ হিসাবটিকে 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে, প্রত্যর্থী-ব্যাংক সরফায়েসি আইনের অধীনে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী নিলামে নির্ধারিত রিজার্ভ প্রাইস ছিল ২২৮.৫১ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ১৫.১১.২০১৩ এবং ০৪.১২.২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়া নিলামে। তবে, ৩০.১২.২০১৩ তারিখে জারি করা কাগজপত্র প্রকাশনে অ্যানেক্সার-সি-তে ৩১.০১.২০১৪ তারিখে বিকাল ৩.৩০ মিনিটে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া নিলামে রিজার্ভ প্রাইস ১১০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আবেদনকারীর অভিযোগ হল যে সম্পত্তির মূল্য ৪০৫.২১ লক্ষ টাকার বেশি এবং এর ফলে বিষয়বস্তু সম্পত্তি নগণ্য মূল্যে বিক্রি করা যাবে না। যদি আবেদনকারী দ্বারা দাবি করা সম্পত্তির মূল্য ৪০৫.২১ লক্ষ টাকা হয়, তাহলে আবেদনকারীকে উক্ত মূল্যের জন্য সম্পত্তি ক্রয় করার জন্য কোনও ক্রেতা বা বিডার পাওয়া এবং প্রত্যর্থীর কাছে প্রাপ্য ঋণ পরিশোদন করতে বাধা দেয় না যা আবেদনকারীর মতেও ৩১.০১.২০১৪ তারিখে প্রায় ২৮৫.৭১ লক্ষ টাকা ছিল (যা ১১.১০.২০১৩ তারিখে ২৬১ লক্ষ টাকা ছিল)। তবে, উক্ত উপায় না নিয়ে, আবেদনকারী নিলাম প্রক্রিয়া স্থগিত করার চেষ্টা করছে যা অনুমোদিত নয় কারণ প্রত্যর্থী-ব্যাংক একটি জাতীয়কৃত ব্যাংক যা জনগণের অর্থের রক্ষক এবং ই-নিলামের মাধ্যমে সম্পত্তি নিলাম করে তার পাওনা আদায়ের পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং প্রত্যর্থী-ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে ত্রুটি থাকতে পারে না। প্রত্যর্থী-ব্যাংক সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক ইউনাইটেড ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্স কেসে প্রস্তাবিত কোর্সগুলির মধ্যে একটি গ্রহণ করেছে যথা "পাবলিক অকশন" যার মাধ্যমে বৃহত্তর অংশগ্রহণ হবে। যদি কোনো কারণে নিলাম বাতিল করা হয়, তবে আবেদনকারী সরফায়েসি আইনের অধীনে উপলব্ধ প্রতিকার গ্রহণ করতে পারে এবং বিক্রয় বাতিল করতে পারে। তবে, আবেদনকারীকে এই আদালতের অসাধারণ এখতিয়ারের অধীনে নিলাম স্থগিত করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১২. এই উপসংহারে পৌঁছনোর সময় বিদ্বান একক বিচারক সারফেসি আইনের বিধানগুলি এবং এই আদালতের সিদ্ধান্তগুলিও বিশেষত **ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম সত্যবতী টন্ডন এবং অন্যান্য** (২০০৯) ১ এস. সি. সি ১৬৮-এর ক্ষেত্রে বিবেচনা করেছিলেন। সেই দৃষ্টিতে যদিও বিদ্বান একক বিচারক উত্থাপিত যুক্তিগুলি গ্রহণ করেননি, তবে এও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে যদি কোনও কারণে নিলামটি আলাদা করে রাখা হয়, তবে আবেদনকারী যিনি তাতে আবেদনকারী ছিলেন তিনি সারফেসি আইনের অধীনে প্রতিকারের আশ্রয় নিতে পারেন এবং বিক্রয়টি বাতিল করতে পারেন। সেই দৃষ্টিতে বিদ্বান একক বিচারপতির অভিমত ছিল যে রিট পিটিশনে করা প্রার্থনার মাধ্যমে অভিযোগকারীকে নিলাম স্থগিত করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। অভিযোগকারী ডব্লিউ. এ. নং ১০০৩৪৯/২০১৪ সহ একটি আন্তঃ-আদালতের আবেদনে উক্ত আদেশটি আক্রমণ করেছিলেন। ডিভিশন বেঞ্চ তার ১৯.০৮.২০১৪ তারিখের আদেশে **সত্যবতী টন্ডন ও অন্যান্য** (সুপ্রা) মামলার প্রসঙ্গে বিদ্বান একক বিচারকের দ্বারা করা বিবেচনার বিষয়টি নোট করেছিল এবং সেই অনুযায়ী রিট আপিল খারিজ করে দিয়েছিল।

১৩. উক্ত রিট মামলায় হাইকোর্ট কর্তৃক করা বিবেচনার প্রকৃতি এবং হাতে থাকা মামলা বিবেচনা করে, এই প্রকৃতির একটি বিষয়ে আবেদনকারীদের ফৌজদারি মামলা প্রক্রিয়া মোকাবেলা করার অপমানের মধ্য দিয়ে যেতে হবে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য, সরফায়েসি আইনে অন্তর্ভুক্ত বিধানগুলিও বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত। আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত প্রতিকারের ব্যায়াম সম্পর্কিত বিষয়টি বিরোধিতা করা যাবে না। অভিযোগকারীর হিসাবকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে তাও স্বীকৃত অবস্থা। সেই ক্ষেত্রে যখন সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে সুরক্ষা স্বার্থ প্রয়োগ করার অধিকার সঞ্চিত হয়, তখন সরফায়েসি আইনের ধারা ১৩ এবং ১৪-এর অধীনে বিবেচিত পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। অধিকন্তু সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ সুরক্ষিত সম্পত্তির মূল্যায়ন এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত হতে হবে এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করে। যদি অভিযোগকারী, একজন ঋণগ্রহীতা হিসাবে সরফায়েসি আইনের ধারা ১৩-এর বিধানাবলী আহ্বান করে সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক নেওয়া কোনও পদক্ষেপের বিষয়ে কোনও অভিযোগ করে থাকেন, তবে সরফায়েসি আইনের ধারা ১৭-এর অধীনে প্রদত্ত প্রতিকার গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেই আলোকে হাইকোর্ট রিট মামলায় এমন উপসংহারে পৌঁছেছিল। সেই সময়ে অভিযোগকারী আইআর নং ৩০৪৪/২০১৪-এ ধারা ১৭-এর অধীনে আবেদন দায়ের করে আইনের অধীনে প্রতিকার গ্রহণ করেছিলেন। দেরি হওয়ায়, আইএ নং ৪৪৮২/২০১৫-এ একটি আবেদন দায়ের করা হয়েছিল সীমাবদ্ধতা আইনের ধারা ৫-এর অধীনে দেরি ক্ষমা চেয়ে। একই রকম দেরির কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল যার বিরুদ্ধে ডিআরএটি-এর কাছে আপিল দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে এবং এটি স্থগিত ছিল যদিও এখন এটি খারিজ করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সেই পর্যায়ে যখন এটি এখনও স্থগিত ছিল, তখন পি.সি. নং ৩৮৯/২০১৬-এ বিতর্কিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে ২০.০৫.২০১৬ তারিখের আদেশের মাধ্যমে এটিকে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১৫৬ (৩) এর অধীনে তদন্তের জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল।

১৪. অভিযোগকারীর পক্ষে শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী নিঃসন্দেহে অভিযুক্ত নং ১ এবং ১২ কর্তৃক দায়ের করা ফৌজদারি আবেদন নং ১০১১৬২/২০১৬ এবং ফৌজদারি আবেদন নং ১০১২৫৮/২০১৬ হাইকোর্ট কর্তৃক খারিজ করা হয়েছে এবং একইভাবে আরও এগিয়ে যায়নি এবং চূড়ান্ত হয়েছে। যদিও সেই অবস্থানটি হতে পারে, বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা এই আদালতের সামনে উপস্থিত হয়েছেন প্রতিকার ব্যবহার করার জন্য এবং এইভাবে উক্ত আবেদনপত্রগুলি খারিজ করা এই আদালতকে বিষয়টির উপর একটি দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার সময় তাদের মামলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, যদিও এটি পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়নি। অধিকন্তু শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ক্যানারা ব্যাংকের দুই প্রাক্তন কর্মকর্তা, যথা

গুরুপাদায়্যা এবং বাপুর বিবৃতির উল্লেখ করেছেন যা তদন্তের সময় রেকর্ড করা হয়েছিল এবং শিক্ষিত জ্যেষ্ঠ আইনজীবী কর্তৃক তদন্ত সম্পর্কিত বিস্তারিত রিপোর্টের উল্লেখ করা হয়েছিল যেখানে তদন্তকারী কর্মকর্তা, যথা সহকারী পুলিশ উপ-পরিদর্শক, উপনগর পুলিশ স্টেশন, হুব্বালি উপসংহার করেছিলেন যে তদন্ত অনুযায়ী দেখা যায় যে সমস্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি ষড়যন্ত্র এবং পরস্পরের সাথে মিলেমিশে অভিযোগকারীকে প্রতারণা করেছেন, অনুমোদিত ২.৬৮ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ৯০ লক্ষ টাকা ছাড় করে এবং পরে অবশিষ্ট পরিমাণ ছাড় না করে অর্থনৈতিক বাধা সৃষ্টি করেছেন এবং অভিযুক্তদের একজনের কাছে বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রি করেছেন।

১৫. তবে, প্রশ্ন হল, বর্তমান ঘটনা এবং পরিস্থিতিতে পুলিশের দ্বারা এই ধরনের পদক্ষেপ অনুমোদিত হতে পারে কিনা। প্রথমেই ঋণ অনুমোদন, বন্ধকী সৃষ্টি এবং অনুমোদিত ঋণ ছাড়ার পদ্ধতি সবই পক্ষদের মধ্যকার চুক্তিগত বিষয়। অভিযোগকারী একজন শিল্পপতি যিনি তার কোম্পানির নামে ঋণ নিয়েছিলেন এবং ঋণ হিসাবটি ক্যানারা ব্যাংকের দ্বারা সেই বিষয়ে বজায় রাখা হয়েছিল। স্বীকারোক্তভাবে ঋণটি ১৬.০৩.২০০৯ তারিখে অনুমোদন করা হয়েছিল। সেই পর্যায়ে যখন অর্থ ছাড় করা হয়েছিল এবং যদি কোনো অর্থ আটকে রাখা হয়েছিল, তাহলে অভিযোগকারীকে সেই সময়ে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হতো এবং তার প্রতিকার গ্রহণ করতে হতো। অন্যদিকে, অভিযোগকারী লেনদেনের সাথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, হিসাবটি এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত ঋণ হিসাব বজায় রেখেছিলেন। ১৫.০১.২০১৩। প্রাথমিকভাবে সমস্যাটি কেবল সম্পত্তি বিক্রয়ের সময় অবমূল্যায়নের বিষয়ে উত্থাপিত হয়েছিল। সেই দিক থেকে, নোট হিসাবে রিট মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং শিক্ষিত একক বিচারপতি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, যদিও যোগ্যতা পাননি, তিনি ডিআরটির কাছে তোলার স্বাধীনতা সংরক্ষণ করেছিলেন, যা বিকল্পটিও ব্যবহার করা হয়েছিল। তারপরেই বিতর্কিত অভিযোগটি ২০.০৫.২০১৬ তারিখে দায়ের করা হয়েছিল।

১৬. সরফায়েসি আইন নিজেই একটি সম্পূর্ণ কোড যা সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা অনুসরণ করা উচিত এমন পদ্ধতি এবং ঋণগ্রহীতাসহ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষদের প্রতিকারও নির্ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে, হাইকোর্ট কর্তৃক রিট মামলায় ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা হয়েছে যে, আবেদনকারীদের হিসাবকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার পদ্ধতিতে বা সম্পত্তির মূল্যায়ন বা নিলামের পদ্ধতিতে কোনও বিচ্যুতি থাকলে, ডিআরটি সুরক্ষিত ঋণদাতা সরফায়েসি আইনের ধারা ১৩-এর অধীনে ক্ষমতা আহ্বান করার পরে নিলাম বাতিল করার ক্ষমতা প্রাপ্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি এই আদালতের অথরাইজড অফিসার, **ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক অ্যান্ড আরেকজন বনাম অশোক সও মিল** (২০০৯) ৮ এসসিসি ৩৬৬ মামলায় নিম্নরূপ রায় দিয়ে সুসংহত হয়েছেঃ

"**৩৪**. ধারা ১৩ এর বিধানগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের, যেমন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে, কেবল ঋণগ্রহীতার সুরক্ষিত সম্পত্তি দখল করার অধিকারই দেয় না, বর্তমান ব্যবসার ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করার অধিকার দেয়। সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য লিজ, অসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করার অধিকার সহ ঋণগ্রহীতা, ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এর ধারা (খ)-এর দুটি প্রবিধানে উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে।

**৩৫**. এই ধরনের ব্যাপক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে এবং ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কোনও ত্রুটির কারণে কোনও ঋণগ্রহীতার প্রতি কুসংস্কার সৃষ্টি হওয়া রোধ করতে, ধারা ১৭-এ কিছু চেক ও ব্যালেন্স চালু করা হয়েছে যা সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা ১৩ ধারার উপ-ধারা (৪)-এ উল্লিখিত যে কোনও পদক্ষেপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা সহ যে কোনও ব্যক্তিকে উপ-ধারা (৩)-এ নির্দেশিত ত্রাণের জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে ডি. আর. টি-র কাছে আবেদন করার অনুমতি দেয়।

**৩৬**. আইনসভার অভিপ্রায় তাই স্পষ্ট যে, ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁদের বকেয়া আদায়ের জন্য কঠোর ক্ষমতা দেওয়া হলেও, কোনও ত্রুটি বা ভুল ব্যবহারের জন্য সুরক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে, যাতে ডি. আর. টি-কে এই বিষয়ে রায় দেওয়ার পরে এই ধরনের কোনও পদক্ষেপকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং টি. এম-এর দখল পুনরুদ্ধার করা যায়, যদিও দখল হস্তান্তরকারীর হাতে চলে যেতে পারে।

৩৭। ধারা ১৭ এর উপধারা (৩) এর অধীনে ডিআরটি-তে বরাদ্দ ক্ষমতার পরিণতি অবশ্যই বোঝায় যে ডিআরটি সুরক্ষিত ঋণদাতা কর্তৃক নেওয়া পদক্ষেপ এবং আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে গৃহীত লেনদেনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অধিকারী। আইন প্রণয়নকারী সংস্থা ধারা ১৭-এ উপধারা (৩) অন্তর্ভুক্ত করে ডিআরটি-কে বিক্রয় সহ লেনদেন বাতিল করার এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার কাছে দখল ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা প্রদানের পর্যন্ত গিয়েছে। ফলস্বরূপ, মিঃ গোপালান এবং মিঃ আলতাফ আহমেদের দাবি যে ডিআরটি-এর ধারা ১৩(৪) পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা নেই, তা গ্রহণযোগ্য নয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৭. আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি, সারফেসি আইনের অধীনে ব্যাঙ্কগুলি যে ব্যবস্থা নিয়েছে তা সমস্ত পরিস্থিতিতে প্রশ্নাতীত বা পবিত্র হিসাবে বিবেচিত হয় না, তবে ব্যাঙ্ক যেভাবে এগিয়েছে তাতে যদি কোনও অসঙ্গতি থাকে তবে এটি প্রদত্ত ফোরামে আক্রমণ করার জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে। যদিও তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে অভিযোগকারীর দায়ের করা আবেদনটি ডি. আর. টি-র কাছে খারিজ হয়ে গেছে এবং ডি. আর. এ. টি-র কাছে দায়ের করা আপিলটিও খারিজ হয়ে গেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে, আবেদনকারীদের সতর্কতার সাথে প্রতিকারটি গ্রহণ করা উচিত ছিল। সেই দিক থেকে যথাযথ ক্ষেত্রে উপলব্ধ ডি. আর. টি এবং ডি. আর. এ. টি-র আদেশকে আঘাত করার জন্য হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে আরও প্রতিকার করা উচিত। পরিবর্তে আবেদনকারী ডি. আর. টি-র কাছে আবেদন খারিজ করার পর বিতর্কিত অভিযোগ দায়ের করেন যা একটি 'ভয় দেখানোর কৌশল এবং একটি পরবর্তী চিন্তাভাবনা যা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার বলে মনে হয়। বর্তমান প্রকৃতির ক্ষেত্রে যদি যে অভিযোগগুলি উত্থাপিত হয় সেগুলি নজরে নেওয়া হয় এবং যদি এই সময়ে দায়ের করা অভিযোগের মাধ্যমে একই অভিযোগগুলিকে উত্তেজিত করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং যদি তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তবে এটি এখতিয়ারভুক্ত পুলিশকে প্রক্রিয়াটি পুনরায় করার অনুমতি দেওয়ার সমান হবে যা হাইকোর্টের রিট কার্যধারায় বিদ্বান ই. আই. এস একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত আদেশ এবং সারফেসি আইনের অধীনে উপযুক্ত আদালত দ্বারা গৃহীত আদেশগুলি পর্যালোচনা করার প্রকৃতির হবে যা পছন্দসই বা অনুমোদিত নয় এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে এই ধরনের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা মুক্তিপণের জন্য অনুমতি দেওয়া যায় না। অতএব, বর্তমান মামলাটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে প্রয়োজনীয় অসাধারণ ক্ষমতা আহ্বান ও প্রয়োগ করা হয়।

১৮. আবেদনকারীরা সারফেসি আইনের ধারা ৩২-এর প্রতি উল্লেখ করেছেন, যা সৎ বিশ্বাসে গৃহীত কার্যকলাপের জন্য দায়মুক্তির সুরক্ষা প্রদান করে। অভিযোগকারীর পক্ষের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের **জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস বনাম সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন ও আরেকজন** [(২০১২) ৬ এসসিসি ২২৮] মামলার রায়ের প্রতি উল্লেখ করে যুক্তি দিয়েছেন যে সৎ বিশ্বাস এবং জনকল্যাণ সম্পর্কিত প্রতিরক্ষার বিষয়গুলো প্রকৃত প্রশ্ন, যা প্রমাণাদির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হয়। যদিও সেখানে উল্লিখিত আইনি নীতির বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না, তবে এই বিষয়ের পর্যালোচনা সারফেসি আইনের অধীন কার্যক্রমেও করা যেতে পারে। যেহেতু ইতোমধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোনো ফৌজদারি কার্যক্রম টেকসই নয়, তাই আবেদনকারীদের তদন্ত বা ফৌজদারি আদালতের কার্যক্রমের মুখোমুখি করা ন্যায়সঙ্গত হবে না।

১৯. সেই দৃষ্টিতে, উপরে বর্ণিত সমস্ত কারণের জন্য আমরা নিম্নলিখিত পাস করিঃ

<u>আদেশ</u>

(i) পি.সি. নং ৩৮৯/২০১৬ নম্বর অভিযোগ এবং ২০.০৫.২০১৬ তারিখে জারি করা আদেশ এবং এফআইআর নং ০১৫২/২০১৬ যতদূর আবেদনকারীদের সংশ্লিষ্ট, তা বাতিল করা হল।

(ii) অভিযোগকারীর অভিযোগের বিষয়ে, তিনি আইন অনুযায়ী তাঁর প্রতিকার পাওয়ার জন্য পদক্ষেপ নিতে স্বাধীন, যদি তিনি আইনি প্রক্রিয়ায় ১২.০৬.২০১৫ তারিখে আই.আর নং ৩০৪৪/২০১৪ এবং ৩১.০৫.২০১৭ তারিখে আপিল নং ৫২৩/২০১৫-তে ডিআরটি এবং ডিআরএটি কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত নেন।

(iii) তদনুসারে আপীল মঞ্জুর করা হল, খরচের বিষয়ে কোনো আদেশ ছাড়া।

(iv) কোনও পেন্ডিং আবেদন থাকলে তাও নিষ্পত্তি করা হবে।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Xavier Murmu**